ঈপ্সা জৈন এর সঙ্গে আলাপচারিতায়

বিজ্ঞান কে পেশা হিসাবে গ্রহন করা আর এখন শুধুমাত্র প্রচলিত অধ্যাপনার কাজে সীমাবদ্ধ নেই। এই স্বাগত পরিবর্তনটি উৎসাহ পেয়েছে একদল বিজ্ঞান পেশাদারদের থেকে যারা অপ্রচলিত পথকে বেছে নিয়েছেন।

ঈপ্সা জৈন এইরকম একটি পেশার ক্রমবর্ধমান দৃশ্যমানতার সঙ্গে যুক্ত যেটি হল বিজ্ঞান চিত্রন বিশেষত ভারতে উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিজ্ঞান চিত্রশিল্পীদের জন্য। তার এই পেশায় যুক্ত হওয়ার চালনাশক্তি, তার কাজ, এবং এই ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ভুল ধারনাগুলি, দুর্ভাগ্যবশত যেগুলো এখনও আছে, সেগুলিরই এক ঝলক তুলে ধরেছেন।

১। আপনি কখন সিদ্ধান্ত নিলেন যে বিজ্ঞান চিত্রন কে পেশা হিসেবে গ্রহন করবেন?

আমার পি এইচ ডি জীবনের শেষ দিকে। আমি মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম যে আমি আর এই ক্ষেত্রে থাকতে চাই না। এর পর পর আমি প্রাকৃতিক ইতিহাস অনুপ্রাণিত চিত্র অঙ্কন করতে শুরু করি আর এই যে খোঁজ, এটা অনেক আগেই একটা অর্থপূর্ণ পেশা হয়েছিল।

২। একজন বিজ্ঞান চিত্রকরের জীবনের একটা প্রতীকী দিন কেমন হয়?

আমি বরং আমার প্রক্রিয়াটাকে ব্যাখ্যা করি। প্রতিদিন একসাথে কতগুলো প্রোজেক্ট আসছে, আমার দিন সেইসব কিছুর উপর মিলেমিশে নির্ভর করে।

একজন ফ্রীলান্সার হিসাবে দিনগুলো ক্লায়েন্ট বা কোলাবোরেশন এর উপরই নির্ভর করে হয়। এটা হতে পারে একজন ব্যক্তি বা ক্লায়েন্ট বা কোলাবোরেটরদের সঙ্গে অনলাইন মিটিং এর মাধ্যমে কোন প্রোজেক্ট নিয়ে

আলোচনা করা। এরপর হয় প্রোজেক্ট এর জন্য রিসার্চ, এটা দুটোই হতে পারে সায়েন্স রিসার্চ এবং ভিজুয়াল রিসার্চ। তারপর মোটামুটি একটা খসড়া তৈরি করা হয় এবং ক্লায়েন্ট ও কোলাবোরেটরদের সঙ্গে শেয়ার করা হয়। এই প্রক্রিয়াটা লম্বা সময় নেয়। প্রোজেক্ট এর সাইজ বা আইডিয়ার জটিলতার ওপর নির্ভর করে এটা ২ দিন থেকে ২ সপ্তাহ পর্যন্ত সময় নিতে পারে। ক্লায়েন্ট বা কোলাবোরেটররা তাদের প্রতিক্রিয়া শেয়ার করেন এবং খসড়ায় এই পরিবর্তনগুলোর অন্তর্ভুক্তি হয়। এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন দিকে ইতস্তত কাজ করতে হয়।

তারপর মোটামুটি একটা খসড়া তৈরি করা হয় আর তারপর ঘষেমেজে চূড়ান্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়াটা একদিন থেকে এক সপ্তাহ পর্যন্ত লাগতে পারে। এই ধাপে প্রায়ই ক্লায়েন্ট বা কোলাবোরেটররা কিছু অদলবদল সুপারিশ করেন যাতে একজন কোন ছবি আবার আঁকতে পারেন। তারপর তোমাকে চালান পাঠাতে হবে আর তারপর টাকা পয়সার জন্য ছোটা।

কোভিড পূর্ববর্তী সময়ে আমার এই কাজগুলোও ছিল, ওয়ার্কশপ আর প্রদর্শনীর জন্য ঘুরে বেড়ানো। একটা দিনে প্রচুর পরিমানে ইমেল/কল, সামাজিক মাধ্যমের উপস্থিতি জড়িয়ে থাকে। যদি সময় পাই, নিজের ব্যক্তিগত কাজকর্ম করি যেগুলো বিজ্ঞানের গল্প নাও হতে পারে।

৩। আপনি সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনেক বিজ্ঞান চিত্রন ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেছেন, তো এই অংশগ্রহণকারীদের থেকে মূলত কি শিখেছেন?

অনেক ভুল ধারনা আছে। কিছু বলছি এখানে।

একটা হল, আমরা দেখি বিজ্ঞান চিত্রনের প্রত্যাশা পিয়ার রিভিউড পাব্লিকেশনে মডেল আর পরিকল্পিত ছকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আরেকটা হল এই সমস্যার সমাধান যেটা সফটওয়্যার শেখা।

এই দুটোই বিজ্ঞান চিত্র আর তার ভূমিকা নিয়ে সীমিত বোধশক্তির ওপর আলোকপাত করে। আমি খুব ভাগ্যবান যে এইসব অধিবেশনে অংশগ্রহণকারিদের বেশিরভাগই মুক্তমনা এবং বৃহত্তর বোধশক্তি অর্জন করে নিয়ে যান (আশা করি) যে বিজ্ঞান চিত্র আসলে কি, কি হতে পারে বা কি হওয়া দরকার।দক্ষতা অর্জন করার থেকে বেশি দরকারি হল একজন কি করতে চায়, করার কি দরকার এবং কার জন্য করতে চায় সেটা বুঝতে পারা।

আরেকটা বড় ভুল ধারনা যেটা আমি দেখি সেটা হল ‘আদর্শ’ যথাযথতা এবং তথ্যের অতিরিক্ত ভারের প্রত্যাশা। কাজকর্ম চলার সময় চ্যালেঞ্জ করতে এই ভুল ধারনা গুলোই বেশি আকর্ষক হয়ে দাঁড়ায়। কাজকর্মের সময় খুঁটিনাটি আর স্বচ্ছতা এই দুইএর মাঝে সমতা বজায় রাখতে অংশগ্রহণকারীদের রীতিমত লড়াই করতে হয়। এইগুলো আশা করি যত্নশীল আর সুচিন্তিত পছন্দকে মুগ্ধ করে যেটাই এক টুকরো বিজ্ঞান চিত্র তৈরি করে।

৪। উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিজ্ঞান চিত্রশিল্পীদের জন্য কোন উপদেশ?

আমি এই উপদেশ অনেক দিয়েছি।

কমপক্ষে ২০ টা ছবির একটা পোর্টফোলিও তৈরি কর যেটা বিষয়ের প্রতি আগ্রহ আর কাজের মাধ্যমের প্রসারতাকে দর্শায়। গল্প এবং আঁকার ওপর রিসার্চে সময় দাও, প্রচুর চেষ্টা কর আর যত্ন নিয়ে নির্বাচন কর। সময়ের সাথে সাথে তোমার শৈলী আবিষ্কার কর।

অনলাইনে বিভিন্ন কাজ দ্যাখো তারপর নিজের অভ্যাস গড়ে তুলতে নিজে নিজে আরেকবার বানাও, যদি এটা কাজ করে। (এইসব প্রতিলিপি গুলো কপিরাইট বা বিক্রি করবে না। মূল কাজকে যথাযথ স্বীকৃতি দিয়ে অনলাইনে শেয়ার কর)।

ডিজিটাল টুল জানা তোমার জন্য অত্যাবশ্যকীয় নয়। হাতে আঁকাও মূল্যবান, অন্তত প্রথম দিকে তো বটেই। একটা ছবিকে কিভাবে ধারনা করতে হয় সেটা শেখো।

প্রতিক্রিয়া পেতে এবং সম্ভাব্য ক্লায়েন্টদের নজরে আসার জন্য অনলাইনে তোমার কাজ শেয়ার কর।

[ঈপ্সা জৈন এর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন অনুশীলা চ্যাটার্জী]

Translation: Sudeshna Patra